হাইকোর্ট বিভাগ ফরম নং (জ) ২
মূল মোকদ্দমার রায়ের শিরোনাম

জেলাঃ চট্টগ্রাম

সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

উপস্থিত ঃ **জনাব মোঃ হাসান জামান,** সিনিয়র সহকারী জজ

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ০২ দিবসের বুধবার

অপর মামলা নং ঃ ১২৭০/২০২১

আবু সালেহ ---------- বাদীপক্ষ

বনাম

মোহাম্মদ রফিক গং ---------- বিবাদীপক্ষ

চূড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ সমূহ (যুক্তিতর্ক শুনানিসহ)ঃ ২২/১০/২০১৯ ইং, ০৪/০১/২০২২ ইং, ১১/০৫/২০২২ ইং, ১৮/০৭/২০২২ ইং , ২৫/০২/২০২২ ইং ২০/১১/২০২২ ইং, ১৮/০১/২০২৩ ইং ১২/০২/২০২৩ ইং।

বাদীপক্ষের এ্যাডভোকেটঃ জনাব হোমাইরা কালাম জেনি

বিবাদীপক্ষের এ্যাডভোকেটঃ জনাব মুহাম্মদ মোরশেদুল আলম

এর উপস্থিতিতে চূড়ান্ত শুনানীর জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং অদ্য বিবেচনার্থে পেশ করা হইল, অত্র আদালত নিম্নরূপ রায় প্রদান করে ঃ

ইহা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

১) <u>বাদীপক্ষের আরজীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে,</u> **তফসিলোক্ত সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ছিল হাকিম উল্লাহ। উক্ত হাকিম উল্লাহ মরনে পুত্র বাচা মিয়া ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। পরবর্তীতে তার নামে বি এস খতিয়ান হয়। বাচা মিয়া মরনে ৩ কন্যা আম্বিয়া, মঞ্জুরা ও ছকিনা ওয়ারীশ থাকে। বাচা মিয়া তাহার জীবদ্দশায় তিন কন্যাকে তৎ সমুদয় সম্পত্তি মৌখিক হেবা করে যান। উক্ত দানকৃত সম্পত্তি তাহারা $\frac{১}{৩}$ অংশ করে সমান ভাগ করে সেখানে বসতগৃহ নির্মানে পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছেন। আম্বিয়া খাতুন ভিটির উত্তরাংশে $\frac{১}{৩}$, ছকিনা খাতুন মধ্যাংশে $\frac{১}{৩}$ এবং**

মঞ্জুরা খাতুন সর্বদক্ষিনাংশে $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রাপ্ত হন। মঞ্জুরা খাতুন মরনে ১ পুত্র বাদী আবু সালেহ, ৭ ও ৮ নং মোকাবেলা বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আম্বিয়া খাতুন মরনে ১-৫ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ৭ ও ৮ নং মোকাবেলা বিবাদী তৎ স্বত্বাংশ কবলামুলে বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে বাদী ভিটির দক্ষিনাংশে তফসিলোক্ত ভুমিতে বসতগৃহ নির্মানে পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছেন। বিগত ২০/০৮/২০১৫ ইং তারিখে ১-৫ নং বিবাদীগণ সম্পূর্ন অন্যায়ভাবে বাদীকে বেদখল করার এবং তফসিলোক্ত ভুমিতে কাচা পাকা ঘর নির্মানে হুমকি প্রদর্শন করায় বাদী বাধ্য হয়ে অত্র চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা আনয়ন করেন।

২) **১/২/৩(ক)/৪/৫ নং বিবাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমায় জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে।** অত্র বিবাদীপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য হলো যে, নালিশী আর এস ৮২৯৭ দাগের ১৩ শতক ভুমির মালিক ছিল হাকিম উল্লাহ। হাকিম উল্লাহ মরনে বাচা মিয়া ওয়ারশী থাকে এবং তার নামে বি এস হয়। বাচা মিয়া মরনে তিন কন্যা আম্বিয়া, মঞ্জুরা ও ছকিনা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আম্বিয়া খাতুন পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত ।। // দুই গন্ডা দুই কড়া ভুমিতে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় মরনে ১-৫ নং বিবাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। মঞ্জুরা খাতুন মরনে বাদী ও ৭/৮ নং মোকাবেলা বিবাদী ওয়ারীশ থাকে। ৭/৮ নং বিবাদী তাদের স্বত্বাংশ ১৪/১০/১৯৯৮ ইং তারিখে ৫১৮৭ নং কবলামুলে ১/২ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। এভাবে বিবাদীগণ মৌরশী ও খরিদসূত্রে ৩।/৪ তিল পরিমান ভুমিতে স্বত্ববান ও বসতগৃহ নির্মানে ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। এছাড়া ৩(ক) নং বিবাদী মাতার ওয়ারীশসূত্রে ও খরিদসূত্রে ৪.৮২ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন। নালিশী দাগে বিবাদীগণ সহশরীক হওয়ায় বাদী নিষেধাজ্ঞা পাবার হকদার নন। বাদীপক্ষ সম্পূর্ন হয়রানী করার উদ্দেশ্যে অত্র মামলা আনয়ন করায় বাদীর অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা ক্ষতিপূরণ ও খরচাসহ ডিসমিস হইবে।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১. অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২. অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩. অত্র মামলা তামাদি দোষে বারিত কিনা ?
৪. নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের প্রাইমা ফেসী স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?
৫. বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

৩) বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য মোট ০২ (দুই) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। বাদীপক্ষে P.W.-1 হিসাবে একমাত্র বাদী আবু সালেহ, P.W.-2 হিসাবে মোঃ নাছের আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বাদীপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী [১ সিরিজ, ২, ৩ সিরিজ, ৪ ও ৫] হিসাবে প্রমাণ চিহ্নিত রহিয়াছে। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষ তাহাদের দাখিলী জবাবের

সমর্থনে মোট ০২ (দুই) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। বিবাদীপক্ষে D.W.-1 হিসাবে ১ নং বিবাদী মোহাম্মদ রফিক, D.W.-2 হিসাবে নূরচ্ছফা আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী [ক সিরিজ, খ সিরিজ, গ, ঘ, ঙ ও চ] হিসাবে প্রমাণ চিহ্নিত রহিয়াছে। নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করিলাম এবং উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলিদের বক্তব্য শুনিলাম।

৪) প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, অত্র মামলায় কিছু বিচার্য বিষয় রয়েছে যাহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উক্ত প্রেক্ষিতে সেগুলো আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে নেওয়া হলো।

<u>বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ</u>

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার সাবেক পটিয়া বর্তমান কর্নফুলী থানাধীন শিকলবাহা মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ৫০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

৫) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীগণ আরজীর তপশীল বর্ণিত (ক) বন্দ ভুমি ওয়ারীশ ও খরিদসূত্রে মালিক দখলকার হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বিগত ২০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে (ক) বন্দের নালিশী জমি হইতে বাদীপক্ষকে বেদখল করার এবং নালিশী জমিতে গৃহাদি বন্ধনের হুমকী প্রদান করে। তাই বাদীপক্ষ এই মোকদ্দমা আনয়ন করে। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৬) বিগত ২০/০৮/২০১৫ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ০১/০৯/২০১৫ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা নির্ধারিত তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি তামাদি দোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান

আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৭) **বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ ঃ**

বিচার্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল। বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনয়ন করিয়াছে। চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় মূলত যে বিষয়ের উপর মামলার ভাগ্য নির্ধারিত হয় তা হলো নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরুঙ্কুশ দখল। বাদীপক্ষ কে অবশ্যই নালিশী ভুমিতে তাহার নিরুঙ্কুশ দখল প্রমাণ করতে হবে।

উভয়পক্ষের আরজি জবাবের বক্তব্য ও সাক্ষীগনের জবানবন্দি জেরা পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী ভুমির মূল আর এস রেকর্ডী মালিক ছিল হাকিম উল্লাহ। **উক্ত হাকিম উল্লাহ মরনে পুত্র বাচা মিয়া ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। পরবর্তীতে তার নামে বি এস খতিয়ান হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী আর এস ১৩৫৬ নং খতিয়ানের সি.সি (প্রদর্শনী-১) এবং বি এস ২১৩৫ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-২ পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে, বাচা মিয়া মরনে ৩ কন্যা আম্বিয়া খাতুন, মঞ্জুরা খাতুন ও ছকিনা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। উভয়পক্ষের দাবিমতে বাচা মিয়ার মৃত্যুতে তাহারা তিন বোন $\frac{১}{৩}$ অংশ করে সম্পত্তির মালিক হন। বাদীপক্ষের আরজি স্বীকৃতমতে আম্বিয়া খাতুন নালিশী দাগস্থিত ভিটির উত্তরাংশে $\frac{১}{৩}$ অংশে, ছকিনা খাতুন মধ্যাংশে $\frac{১}{৩}$ অংশে এবং মঞ্জুরা খাতুন সর্ব দক্ষিনাংশে $\frac{১}{৩}$ অংশে ভোগদখলকার হন। বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন মঞ্জুরা খাতুন মরনে ১ পুত্র বাদী আবু সালেহ, ৭ ও ৮ নং মোকাবেলা বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবার আম্বিয়া খাতুন মরনে ১-৫ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে নালিশী দাগ ভুমিতে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ ভোগদখলে আছেন এবং বাদী ও বিবাদীগণ তফসিলোক্ত দাগভুমিতে ওয়ারীশসূত্রে সহশরীক হন।**

দখল বিষয়ে বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 তার জেরাতে বলেন যে " ১-৫ নং বিবাদী নালিশী দাগে মৌরশীসূত্রে মালিকহন খরিদসূত্র নয়। নালিশী ভুমিতে বর্তমানে ঘরবাড়ি আছে। **যা বিবাদীদের ঘরবাড়ি। বিবাদীরা এ বাড়িতে বসবাস করে। জমিতে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ থাকে। কোন মাপযোজখ হয়নি। যে যেভাবে পারে সেভাবে ভোগদখল করছে।" সাক্ষীর এরুপ বক্তব্য হতে স্পষ্ঠ যে নালিশী দাগে বিবাদীপক্ষের দখল বজায় রয়েছে।** নালিশী তফসিলোক্ত ভুমিতে বাদী ও বিবাদীপক্ষ এজামালিতে ভোগদখলে রয়েছে। তাদের মধ্যে আপোষ চিহ্নিতমতে রেজিষ্টার্ড কোন ভাগ বাটোয়ারা হয়নি। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে নালিশী তফসিলের (ক) বন্দের সম্পত্তিতে

বাদীপক্ষের নিরঙ্কুশ দখল বিদ্যমান নেই। তফসিলোক্ত ভূমিতে উভয়পক্ষ সহ-শরীক হওয়ায় বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার সুযোগ নেই বলে বিবেচনা করি।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ নালিশী জমিতে তাহাদের নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইতে হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এরুপ প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমাটি ১/২/৩(ক)/৪/৫ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীদের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।